মৃত্যুর সাড়ে সাত মাস পর ককটেল মামলায় আসামি আওয়ামী লীগ নেতা



ছবি: সংগৃহীত

মারা যাওয়ার প্রায় সাড়ে সাত মাস পর পদ্মা সেতুর দক্ষিণ প্রান্তের টোলপ্লাজায় অবরোধ, ভাঙচুর ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় করা মামলায় আসামি হয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জহিরুল হক সামচু ঢালী। গত ২৯ মার্চ তাঁর মৃত্যু হলেও ১২ নভেম্বর দায়ের করা মামলার এজাহারে ২১৯ নম্বরে তাঁর নাম রাখা হয়েছে।

সামচু ঢালী মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ঢালীকান্দি এলাকার বাসিন্দা। তিনি ওই ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ছিলেন। পরিবারের দাবি, মৃত্যুর সাড়ে সাত মাস পর এমন একটি মামলায় তাঁর নাম আসায় তাঁরা বিস্মিত।

গত ৯ নভেম্বর দিবাগত রাত দেড়টার দিকে শরীয়তপুরের জাজিরার নাওডোবা এলাকায় পদ্মা সেতুর দক্ষিণ প্রান্তের টোলপ্লাজায় সড়ক অবরোধ করেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। এ সময় যানবাহনে ভাঙচুর ও ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। প্রায় এক ঘণ্টা টোল আদায় বন্ধ থাকায় সেতুর দুই পাশে যানজট তৈরি হয়।

এ ঘটনায় ১২ নভেম্বর পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানার এসআই আকরাম হোসেন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেন। এতে ২৫১ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে আরও ৬০০ থেকে ৭০০ জনকে।

মৃত ব্যক্তির নাম আসামির তালিকায় থাকায় মামলার আসামি বাছাই ও যাচাই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

সামচু ঢালীর ছেলে নাজমুল হক ঢালী বলেন, তাঁর বাবা ২৯ মার্চ মারা গেছেন। মৃত্যুর পরও মামলায় আসামি হওয়ায় তাঁরা বিস্মিত। প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি চান জানিয়ে তিনি ভুল মামলা থেকে বাবার নাম বাদ দিতে সরকারের কাছে তদন্তের দাবি জানান।

মামলার বাদী এসআই আকরাম হোসেন বলেন, তিনি শুধু মামলার বাদী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আসামিদের নাম তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। শিবচরের ওই ব্যক্তিকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চেনেন না বলেও জানান।

পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানার ওসি মো. আব্দুস সালাম বলেন, এত আসামির মধ্যে দু-একজনের নাম ভুলক্রমে আসতে পারে। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা না মিললে বা ভুলের প্রমাণ পাওয়া গেলে নাম বাদ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।